দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... JUL 15 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

বাংলাদেশের মুসলমান ও মাদ্রাসা শিক্ষা-৩

মাদ্রাসার স্বীকৃতি বাতিল ঈমানদার মুসলমানের কাজ হতে পারে না

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ একটি মুসলমানপ্রধান দেশ হিসাবে বাংলাদেশে ইসলামী তথা মাদ্রাসা শিক্ষার অস্তিত্ব বৃটিশ আমলেরও পূর্ব থেকে বিদ্যমান। বৃটিশ শাসনামলেও এদেশে আউলিয়ায়ে কেরামের দরগাহ ছিল, মসজিদ ছিল, মাদ্রাসাও ছিল। ১৯৪৭ সাল থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সাল ১৯৭১ পর্যন্তও দেশের মসজিদ, মাদ্রাসা, আউলিয়ার দরগাহ কমেনি। উপরন্তু নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা তেমন গুরুত্ব পায়নি। মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। অর্থনৈতিক সংকট ও ধর্ম নিরপেক্ষ শ্লোগানের কারণে মসজিদ-মাদ্রাসা ভেসে যাওয়ার কথা। কিন্তু ঠিক ওই সময় তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারপ্রধান মরহুম প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানও মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করেননি। সংখ্যায় কম হলেও কিছু কিছু মাদ্রাসা স্বীকৃতি লাভও করেছে। ১৯৭৫ সালে দেশের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর বিধি মোতাবেক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, সেবামূলক সংস্থা আউলিয়াদের দরগাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইসলামী তথা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার ঘটনোর পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। দেশের অধিকাংশ

(৩ এর পাতায় দেখুন)

মাদ্রাসার স্বীকৃতি বাতিল ঈমানদার মুসলমানের কাজ হতে পারে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অধিবাসী মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে তৎকালীন সরকারপ্রধান শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী ৯ নম্বর অধ্যাদেশ জারি করেন। এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয় মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। যে বোর্ডের অধীনে প্রাথমিক স্তরের এবতেদায়ী মাদ্রাসা, মাধ্যমিক স্তরের দাখিল মাদ্রাসা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের আলিম

মাদ্রাসা, স্নাতক স্তরের ফাজিল মাদ্রাসা ও স্নাতকোত্তর স্তরের কামিল মাদ্রাসাকে অনুমোদন নিতে হয়। গত ২১ বছর ধরে এই নিয়মই চলে আসছে। কমপক্ষে ১৮টি শর্ত পূরণ সাপেক্ষে মাদ্রাসার অনুমোদন দান করা হয়। এরই মধ্যে বেসরকারী খাতের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গৃহীত হয় ১৯৮০ সালের ১ জানুয়ারী। ওইদিন থেকে তৎকালীন সরকার বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষকদের জন্য বেতন স্কেল ঘোষণা করেন। প্রথমে ওই বেতন স্কেলের শতকরা ৫০ ভাগ সরকার প্রদান করতেন ও বাকী অংশ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ফান্ড থেকে প্রদান করা হতো। পরবর্তীতে সরকারের অনুদান এসে দাঁড়ায় শতকরা ৮০ ভাগে। এসব সুযোগ অনুমোদিত মাদ্রাসাগুলো পেয়ে আসছে। এর আগে শিক্ষকদের সামান্য বেনিফিটের ব্যবস্থা ছিল।

১৯৯৭ সালের পর সকল স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার পরিচালন ব্যয়ভার বেড়ে যায়। সাধারণ শিক্ষার প্রাইমারীসহ স্কুল, কলেজের অনেক দোষ-ত্রুটি থাকলেও তা পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়। বিগত সরকারের মতই এ সরকারও শুধু মাদ্রাসার দোষ-ত্রুটি সার্ভে করেছে। একটি সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে মাদ্রাসা শিক্ষাকে হেয়প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করার কাজে নিয়োজিত হয়। বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার সম্প্রসারণতো দূরের কথা একে পর্যায়ক্রমে ধ্বংস করার লক্ষ্যেই মাদ্রাসা বন্ধের প্রক্রিয়া শুরু করে। দেশের ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে, ২৫১টি বিভিন্ন স্তরের মাদ্রাসাকে নানান অজুহাত দেখিয়ে স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এমপিওভুক্তি বাতিল করার বিষয়টি হলো ঃ শেকড়, ডালপালা কেটে একটি গাছকে বাঁচিয়ে রাখার কথা বলার মত। শেকড় না থাকলে মাটি থেকে পানি নিতে না পারলে গাছটি এমনিতেই মরে যাবে। তেমনি করে একটি মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এমপিওভুক্তি বাতিল করা হলে অর্থাভাবে মাদ্রাসাটি বন্ধ হয়ে যাবে। বেকার হয়ে পড়বে মাদ্রাসা শিক্ষকরা, অনীবার্য পরিণতি হবে শিক্ষার্থীদের। বলা হয়েছে নতুন অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ বক্তব্য মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে একেবারেই আই ওয়াশ বলে প্রতীয়মান হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক হিসাবে দেখা গেছে, গত ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে দেশে মোট ১৪শ' স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে মাদ্রাসা স্বীকৃতি পেয়েছে মাত্র ২১৩টি। বাকী সব স্কুল ও কলেজ। বাজেটে কথিত বরাদ্দ বৃদ্ধি মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য কতটা উপযোগী হবে, তা বলাইবাহুল্য। মুদ্রাস্ফীতির কারণে বরাদ্দ বৃদ্ধি যোগ-বিয়োগ করলে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য কতটা পড়বে তা সহজেই হিসাব করা যায়। গত ৭ মার্চ প্রধানমন্ত্রী এক জনসভায় মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করা হবে না বলে ঘোষণা দিলেও বাজেটে কথিত বৃদ্ধির নামে মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এমপিওভুক্তি বাতিল কোনক্রমেই একজন ঈমানদার মুসলমানের কাজ হতে পারে না বলে ইসলামী চিন্তাবিদরা মনে করেন।

সরকার ২৫১টি মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এমপিওভুক্তি বাতিল করেছেন মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই। জানা গেছে, একই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন ছিল আরও প্রায় অর্ধসহস্র মাদ্রাসার জন্য। ২৫১টির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার পর এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমান সমাজের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়ার কারণে সরকার আর কোন মাদ্রাসার উপর আপাতত হস্তক্ষেপ করতে পারছে না। বিশ্লেষকদের মতে, ২৫১টি মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এমপিওভুক্তি বাতিল প্রক্রিয়া মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা এক্ষেত্রে যেসব সূত্র টানা হয়েছে তা যথাযথভাবে প্রযোজ্য নয়।